

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমলে জিন্দেগি

মুমিনের রাতদিন

মুফতি আবু বকর ইবনে মুস্তফা

ভাষান্তর : মাসরুর আহমদ



গাডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

তাওহিদ-রিসালাত

♦ তাওহিদ সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৩
♦ রিসালাত সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৫

প্রাত্যহিক শিষ্টাচার

♦ ঘুমানোর আদব	২৭
♦ জাহাজত হওয়ার পর শরয়ি শিষ্টাচার	৩৪
♦ স্বপ্নের আদব ও শিষ্টাচার	৩৫
ক. ভালো স্বপ্নসংক্রান্ত শিষ্টাচার	৩৬
খ. মন্দ স্বপ্নসংক্রান্ত শিষ্টাচার	৩৭
♦ ইসতিনজার আদব ও শিষ্টাচার	৩৭
♦ গোসলের শরয়ি শিষ্টাচার	৪০
♦ পোশাক-পরিচ্ছদের শরয়ি শিষ্টাচার	৪২
♦ আংটি পরিধান করার আদব ও শিষ্টাচার	৪৪
♦ সুগন্ধি ব্যবহারের আদব ও শিষ্টাচার	৪৬
♦ চুলের আদব ও শিষ্টাচার	৪৭
♦ তেল মাখার আদব ও শিষ্টাচার	৫০
♦ নখ কাটার আদব ও শিষ্টাচার	৫০
♦ সুরমা লাগানোর আদব ও শিষ্টাচার	৫১
♦ জুতা পরিধানের আদব ও শিষ্টাচার	৫২
♦ ঘর থেকে বের হওয়ার আদব ও শিষ্টাচার	৫৩
♦ ঘরে প্রবেশের শরয়ি শিষ্টাচার	৫৪

◈ চলাচলের শরয়ি শিষ্টাচার	৫৫
◈ রাস্তায় চলার আদব ও শিষ্টাচার	৫৬
◈ সালামের আদব ও শিষ্টাচার	৫৭
◈ খাওয়ার আদব ও শিষ্টাচার	৬০
ক. খাওয়ার সাধারণ আদব ও শিষ্টাচার	৬০
খ. খাবার খাওয়ার পূর্বেকার আদব ও শিষ্টাচার	৬১
গ. খাওয়ার সময় পালিত আদব ও শিষ্টাচার	৬২
ঘ. খাওয়ার পর পালনীয় আদব ও শিষ্টাচার	৬৩
ঙ. খাওয়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আদব ও শিষ্টাচার	৬৫
◈ পান করার আদব ও শিষ্টাচার	৬৮

ইবাদত

◈ অজুর আদব ও শিষ্টাচার	৭৬
◈ মিসওয়াক সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	৮০
◈ আজানের আদব ও শিষ্টাচার	৮১
◈ ইকামতের শরয়ি শিষ্টাচার	৮৫
◈ নামাজের আদব ও শিষ্টাচার	৮৬
ক. দাঁড়ানোর সুন্নত	৮৬
খ. কেরাতের সুন্নত	৮৬
গ. রুকু'র সুন্নত	৮৭
ঘ. বসার সুন্নত	৮৭
ঙ. সিজদার সুন্নত	৮৮
চ. নামাজের সাধারণ আদব ও শিষ্টাচার	৮৮
ছ. সুতরার আদব ও শিষ্টাচার	৯৫
জ. ইমাম সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	৯৬
ঝ. মুক্তাদিদের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	৯৭
◈ মসজিদে প্রবেশ করার শরয়ি শিষ্টাচার	৯৮
◈ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আদব ও শিষ্টাচার	১০১
◈ কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও শিষ্টাচার	১০২

◈ কুরআনের আদব ও শিষ্টাচার	১০৭
◈ জিকিরের আদব ও শিষ্টাচার	১০৮
◈ দুআর আদব ও শিষ্টাচার	১০৯
◈ তওবার আদব ও শিষ্টাচার	১১৪
◈ রাতের ইবাদত তাহাজ্জুদের আদব ও শিষ্টাচার	১১৫
◈ জুমার আদব ও শিষ্টাচার	১১৮
ক. জুমার দিনের শরয়ি শিষ্টাচার	১১৮
খ. জুমার নামাজের আদব ও শিষ্টাচার	১১৮
গ. খুতবার আদব ও শিষ্টাচার	১২১
◈ দুই ঈদের আদব ও শিষ্টাচার	১২৩
◈ বৃষ্টি প্রার্থনার আদব ও শিষ্টাচার	১২৬
◈ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১২৭
◈ ইস্তেখারার আদব ও শিষ্টাচার	১২৭
◈ জানাজার আদব ও শিষ্টাচার	১২৯
ক. মৃত্যুপরবর্তী আদব ও শিষ্টাচার	১৩০
খ. মৃতকে গোসল করানোর আদব ও শিষ্টাচার	১৩২
গ. জানাজার সঙ্গে চলার আদব ও শিষ্টাচার	১৩৩
ঘ. দাফনের আদব ও শিষ্টাচার	১৩৪
ঙ. গোরস্থান সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৩৬
◈ জাকাত ও সাদাকা সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৩৮
ক. সাদাকাদাতার জন্য পালনীয় আদব ও শিষ্টাচার	১৩৮
খ. সাদাকা গ্রহণকারীর জন্য পালনীয় আদব ও শিষ্টাচার	১৪০
◈ রমজানের আদব ও শিষ্টাচার	১৪০
◈ রোজা রাখার আদব ও শিষ্টাচার	১৪১
◈ এতেকাফের আদব ও শিষ্টাচার	১৪৩
◈ হজ ও উমরার আদব ও শিষ্টাচার	১৪৪
ক. হজ ও উমরার সাধারণ আদব ও শিষ্টাচার	১৪৪
খ. ইহরামের আদব ও শিষ্টাচার	১৪৭

গ. তাওয়াক্কফের আদব ও শিষ্টাচার	১৪৭
ঘ. সায়ির আদব ও সুন্নত	১৫০
ঙ. মিনা সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৫২
চ. আরাফা সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৫২
ছ. মুজদালিফা সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৫৩
জ. জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের আদব ও সুন্নাহ	১৫৪
◆ মক্কা মুকাররমার আদব ও শিষ্টাচার	১৫৬
◆ মদিনা মুনাওয়ারার আদব ও শিষ্টাচার	১৫৬

সামাজিক শিষ্টাচার

◆ মাতা-পিতার অধিকার	১৬৬
ক. জীবিতাবস্থায় মাতা-পিতার অধিকার	১৬৬
খ. মৃত্যুর পর মাতা-পিতার অধিকার	১৬৮
◆ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদব ও শিষ্টাচার	১৬৮
◆ স্ত্রীর জন্য পালনীয় স্বামীর অধিকার	১৭০
◆ স্বামীর জন্য পালনীয় স্ত্রীর অধিকার	১৭২
◆ প্রতিবেশীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৭৩
◆ বন্ধুর অধিকার সংশ্লিষ্ট আদব ও শিষ্টাচার	১৭৪
◆ সাধারণ মূলমানদের অধিকার	১৭৬
◆ অনুমতি চাওয়ার শরয়ি শিষ্টাচার	১৮০
◆ সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার শরয়ি শিষ্টাচার	১৮১
◆ মোবাইল সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৩
ক. যোগাযোগকারীর শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৩
খ. যার সাথে যোগাযোগ করা হবে, তার শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৩
গ. ফোন সংশ্লিষ্ট সাধারণ শিষ্টাচার	১৮৪
◆ মেহমানদারি সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৪
ক. মেজবানের শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৪
খ. মেহমানদের সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৫
◆ মজলিশের শরয়ি শিষ্টাচার	১৮৬

◈ রসিকতার শরয়ি শিষ্টাচার	১৯০
◈ কথাবার্তার শরয়ি শিষ্টাচার	১৯১
◈ সম্মানিত ও সম্ভ্রান্তদের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	১৯২
◈ সম্পদশালীদের শরয়ি শিষ্টাচার	১৯৩
◈ মুখাপেক্ষীদের জন্য পালনীয় শরয়ি শিষ্টাচার	১৯৪
◈ রোগী দেখতে যাওয়ার শরয়ি শিষ্টাচার	১৯৪
◈ সমবেদনা জ্ঞাপনের শরয়ি শিষ্টাচার	১৯৯
◈ বিক্ষিপ্ত কিছু সামাজিক শিষ্টাচার	২০০

লেনদেন ও আচরণ

◈ ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি শিষ্টাচার	২০৬
◈ দিনমজুর সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২০৮
◈ শ্রমিকের শরয়ি শিষ্টাচার	২০৯
◈ বিয়ের শরয়ি শিষ্টাচার	২১০
◈ সহবাসের শরয়ি শিষ্টাচার	২১২
◈ ওয়ালিমার শরয়ি শিষ্টাচার	২১৫
◈ নাম রাখার শরয়ি শিষ্টাচার	২১৬
◈ সন্তান প্রতিপালন এবং তাদের অধিকারসংক্রান্ত শরয়ি শিষ্টাচার	২১৭
◈ তালাকের শরয়ি শিষ্টাচার	২২০
◈ ঋণ সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২২২
ক. ঋণদাতার শরয়ি শিষ্টাচার	২২২
খ. ঋণগ্রহীতার শরয়ি শিষ্টাচার	২২২
গ. ঋণ সংশ্লিষ্ট সাধারণ শিষ্টাচার	২২৩
◈ উপহার-উপঢৌকন সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২২৪
ক. উপহারদাতার শরয়ি শিষ্টাচার	২২৪
খ. উপহার গ্রহীতার শরয়ি শিষ্টাচার	২২৫
◈ অসিয়ত সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২২৬

রাজনীতি

◆ নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৩০
◆ রাজার জন্য পালনীয় প্রজা সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৩১
◆ জিহাদ সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৩২
◆ কয়েদি সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৩৭
◆ বিচারকার্য সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৩৮
◆ সাক্ষীর শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪০

ইলম সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচার

◆ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪২
◆ শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪৩
◆ শিক্ষকের সাথে শিষ্টাচার	২৪৪
◆ শিক্ষকদের শিষ্টাচার	২৪৬
ক. শিক্ষকের নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪৬
খ. শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪৭
গ. পাঠদান সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪৮
◆ বই সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪৮
◆ কুরআনুল কারিমের ধারকদের জন্য পালনীয় শরিয়ি শিষ্টাচার	২৪৯
◆ মুহাদ্দিসের সাথে সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫১
◆ হাদিসের শিক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫১
◆ ফতোয়া সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫১
ক. ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারীর শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫১
খ. মুফতির সাথে সংশ্লিষ্ট শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫২

দাওয়াত ও তাবলিগ

◆ আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫৪
◆ দাওয়াত ও তাবলিগের শরিয়ি শিষ্টাচার	২৫৫
◆ আমির ও মামুরের সাথে সংশ্লিষ্ট আদব	২৫৭

◈ পরামর্শের শরয়ি শিষ্টাচার	২৫৯
◈ ওয়াজ-নসিহতের শরয়ি শিষ্টাচার	২৫৯
ক. ওয়াজকারীর শরয়ি শিষ্টাচার	২৫৯
খ. শ্রোতার শরয়ি শিষ্টাচার	২৬০

আত্মশুদ্ধি

◈ নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৬২
◈ অন্তরকে সজ্জিত করার শরয়ি শিষ্টাচার	২৬৪
◈ বাইয়াতের শরয়ি শিষ্টাচার	২৬৫
◈ রাগের শরয়ি শিষ্টাচার	২৬৬
◈ বিপদ-মুসিবতের শরয়ি শিষ্টাচার	২৬৭

বিবিধ শিষ্টাচার

◈ সফর সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৭০
◈ বাহন সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৭৮
◈ ইসলামের স্বভাবজাত কাজ সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৭৮
◈ হাঁচি দেওয়ার শরয়ি শিষ্টাচার	২৭৯
◈ হাই তোলার শরয়ি শিষ্টাচার	২৮০
◈ চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার	২৮০
◈ ঝাড়ফুঁকের শরয়ি শিষ্টাচার	২৮১
◈ ডবাই করার শরয়ি শিষ্টাচার	২৮২
◈ শপথের শরয়ি শিষ্টাচার	২৮৩

গ্রন্থপঞ্জি

◈ তাফসিরগ্রন্থ	২৮৬
◈ হাদিসগ্রন্থ	২৮৬
◈ ফিকহগ্রন্থ	২৮৭
◈ জীবনীগ্রন্থ ও বিবিধ	২৮৮

তাওহিদ-রিসালাত

তাওহিদ সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার

১. শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্যই ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন— ‘তাদের এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।’^১
২. আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথ সম্মান করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁকে সাহায্য করো ও তাঁকে সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো।’^২
৩. আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তাদের ওপরেও থাকবে আগুনের স্তর, আর নিচেও থাকবে (আগুনের) স্তর। এ রকম পরিণতির ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাবধান করেছেন। কাজেই হে আমার বান্দারা! আমাকে ভয় করো।’^৩
৪. আল্লাহ তায়ালায় আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাঁকে বেহেশতে স্থান দান করবেন, যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে এবং এ এক মহাসাফল্য।
পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি!’^৪
৫. আল্লাহ তায়ালায় সামনে অক্ষম ও মুখাপেক্ষী থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘হে মানুষ! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।’^৫
৬. কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাকো, তাহলে কেবলই আল্লাহর ওপর ভরসা করো।’^৬

৭. আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা। নবি করিম (সা.) বলেছেন— হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘আমি আমার বান্দার ধারণার আশপাশেই থাকি।’^৭
৮. আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করা। অর্থাৎ যেসব কাজ মানুষের সামনে করতে লজ্জা হয়, সেসব কাজ আল্লাহর সামনে করতেও লজ্জাবোধ করা। হাদিসে এসেছে—রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদের কেউ যদি ঘরে একাকী থাকে অর্থাৎ ঘরে কেবল স্বামী ও স্ত্রী থাকে। তাহলে কি সতর ঢেকে রাখতে হবে?। নবিজি বললেন—মানুষের তুলনায় আল্লাহকে অধিক লজ্জা করা উচিত।’^৮
৯. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো। আর সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।’^৯
১০. আল্লাহ তায়ালায় সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ প্রত্যাশী হয়, আল্লাহও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ প্রত্যাশী হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন।’^{১০}
১১. আল্লাহ ও রাসূলকে সবকিছু থেকে; এমনকি নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসা। নবি (সা.) বলেছেন—‘যার মাঝে তিনটি জিনিস থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আনন্দন করবে। একটি হলো—আল্লাহ ও রাসূল তার কাছে সবকিছু থেকে প্রিয় হবে।’^{১১}
১২. নিজের সকল কাজের মানদণ্ড হবে শরিয়াহ। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘অবশ্যই আমি সত্যসহ তোমার কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, যাতে তুমি সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করো। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।’^{১২}

প্রাত্যহিক শিষ্টাচার

ঘুমানোর আদব

১. রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো সুন্নত। তবে যদি কোনো জরুরি কাজ থাকে, তাহলে তাড়াতাড়ি না ঘুমানোতে কোনো দোষ নেই।
'আবু বারজা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) এশার পূর্বে ঘুম এবং পরে গল্পগুজব করা অপছন্দ করতেন।'^১
২. বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজা বন্ধ করা। নবি (সা.) বলেছেন—'ঘুমানোর পূর্বে তোমরা বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করো।'^২
৩. হাঁড়িপাতিল ঢেকে রাখা। নবি (সা.) বলেছেন—'পাত্রগুলো ঢেকে রাখো এবং পেয়ালাগুলোর মুখ লাগিয়ে দাও।'^৩
৪. ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে দেওয়া। নবি (সা.) বলেছেন—'তোমরা ঘুমুতে যাওয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।'^৪
৫. অজু অবস্থায় ঘুমানো। নবি (সা.) বলেছেন—'তোমরা যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে, তখন নামাজের অজুর ন্যায় অজু করে নেবে।'^৫
৬. হাতে চর্বি জাতীয় কিছু থাকলে ধৌত করে শোয়া। নবি (সা.) বলেছেন—'চর্বি মাখানো হাত না ধুয়ে যে ব্যক্তি ঘুমাতে গেল, সে এমন কিছুর শিকার হতে পারে, যার কারণে সে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করতে বাধ্য হবে (কেননা, পোকামাকড় ঘুমের মধ্যে তার চর্বি মাখানো হাত দংশন করতে পারে)।'^৬
৭. ঘুমানোর আগে বিছানা ঝাড়ু দেওয়া। নবি (সা.) বলেছেন—'তোমাদের কেউ যখন বিছানায় আসে, তখন সে যেন লুঙ্গির ভেতরের অংশ দিয়ে হলেও বিছানা ঝাড়ু দেয়।'^৭
৮. চোখে সুরমা লাগানো। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন—'নবি (সা.) শোয়ার আগে ইসমিদ সুরমা লাগাতেন।'^৮
৯. ঘুমানোর আগে ওসিয়ত করা।^৯
১০. উত্তম নিয়তে শয়ন করা। সালমান (রা.) আবু দারদা (রা.)-কে বললেন—'তোমার নিজেরও নিজের ওপর অধিকার রয়েছে।'^{১০}

১১. ঘুমানোর আগে তওবা করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘বিছানায় শয়নের সময় যে ব্যক্তি বলবে—

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ

‘আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি ওই আল্লাহর কাছে, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরজীবী ও চিরঞ্জীব। আর আমি তওবা করছি তাঁরই কাছে।’

তাহলে আল্লাহ তার যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ, গাছের পাতা পরিমাণ কিংবা মরুর বালুকারাশি পরিমাণ।’^{১১}

১২. অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে পবিত্র করে ঘুমাতে যাওয়া। নবি (সা.) আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—‘হে বৎস! কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হওয়া যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে তা-ই করো।’^{১২}

১৩. ঘুমানোর আগে তাহাজ্জুদের নিয়ত করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদের নিয়ত করে, কিন্তু প্রচণ্ড ঘুমের কারণে সুবহে সাদিকের আগে সে আর সজাগ পায় না। তাহলে শুধু নিয়তের কারণেই তাকে সওয়াব দেওয়া হবে। আর ধরা হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘুমটি ছিল তার জন্য পুরস্কার।’^{১৩}

১৪. ঘুমানোর আগে হাদিসে বর্ণিত মাসনুন দুআ পাঠ করা। কিছু দুআ হলো—

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنَّ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا
بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ-

‘আপনার নামেই হে প্রভু আমার পার্শ্ব রাখছি। আপনার নামেই আবার তা উঠাব। আর আপনি যদি আমার আত্মা কবজ করে নেন, তাহলে তার ওপর রহম করুন। আর যদি ছেড়ে দেন, তাহলে আপনার পুণ্যবান বান্দাদের যেভাবে হেফাজত করেন—ঠিক সেভাবে তাকেও হেফাজত করুন।’^{১৪}

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاها لَكَ مَبَاتُهَا وَمَحْيَاها إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاعْفُ عَنِّي
لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

‘হে আল্লাহ! আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনিই আবার মৃত্যু দেবেন। জীবন ও মৃত্যু আপনারই আয়ত্তাধীন। আপনি যদি তাকে জীবিত রাখেন, তাহলে তার হেফাজত করুন। আর যদি মৃত্যু দেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা চাই।’^{১৫}

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং আপনার নামেই জীবিত হই।’^{১৬}

সামাজিক শিষ্টাচার

মাতা-পিতার অধিকার

ক. জীবিতাবস্থায় মাতা-পিতার অধিকার

১. শরিয়াহসম্মত যেকোনো ব্যাপারে তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য করা। তবে শরিয়াহবিরোধী কোনো নির্দেশ দিলে তা মানা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার অংশীদার স্থির করার জন্য—যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাঁদের কথা মানবে না। কিন্তু দুনিয়ায় তাঁদের সাথে সদৃভাবে বসবাস করবে। যে আমার অভিযুক্তী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো, তোমরা যা করছিলে।’^১
২. তাঁদের সাথে সদাচরণ করা এবং তাঁদের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তাঁর পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণের।’^২
৩. সামর্থ্য থাকলে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জিনিস দান করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতারই।’^৩
৪. তাঁদের জন্য আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে বেশি বেশি দুআ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا-

‘হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া করো, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।’^৪

৫. জিহাদ, তাবলিগ, ইলম অর্জন ইত্যাদি সফরের জন্য তাঁদের কাছে অনুমতি চাওয়া। আবু সাইদ আল খুদরি (রা.) বলেন—‘জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে মদিনায় এলে নবি (সা.) তাকে বললেন—‘ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছেন?’ সে বলল—‘হ্যাঁ, আমার পিতা-মাতা আছেন।’ নবি (সা.) বললেন, তাঁরা কি তোমাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল—না। নবি (সা.) বললেন, তাহলে তুমি ফিরে যাও এবং তাঁদের কাছে অনুমতি চাও। যদি তাঁরা অনুমতি দেন, তাহলে জিহাদ করো; অন্যথায় তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।’^৫

৬. তাঁদের সাথে কোমল আচরণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তাঁদের বিরক্তিসূচক উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলো না, আর ভর্ৎসনা করো না তাঁদের। তাঁদের সাথে কথা বলো সম্মানজনকভাবে।’^৬
৭. তাঁদের সামনে বিনয় ও নম্রতার সাথে উপস্থিত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তাঁদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও।’^৭
৮. তাঁদের গালি না দেওয়া এবং এমন কোনো কাজ না করা, যে কারণে তাঁরা গালি দিতে বাধ্য হয়। নবি (সা.) বলেছেন—‘সবচেয়ে বড়ো কবিরী গুনাহ হলো নিজের মা-বাবাকে গালি দেওয়া।’ জিজ্ঞেস করা হলো—‘হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কী করে নিজ বাবা-মাকে গালি দেয়?’ তিনি বললেন—‘ব্যক্তি অন্যের বাবাকে গালি দেয়, ফলে সেও তার বাবাকে গালি দেয়। ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয়, ফলে অন্যেও তার মাকে গালি দেয়।’^৮
৯. বাবার তুলনায় মায়ের সাথে অধিক সদাচরণ করা। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—‘জনৈক ব্যক্তি নবি (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আমার সদাচার পাওয়ার অধিক হকদার কে? নবি (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।’^৯
১০. খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ সন্তান থেকে পিতা-মাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
‘বনি ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তি নিজ সন্তানের তুলনায় বাবা-মাকে আগে খেতে দেওয়ায় আজাব থেকে মুক্তি পেয়েছিল।’^{১০}
১১. স্ত্রীকে মায়ের ওপর এবং বন্ধু-বান্ধবকে বাবার ওপর অগ্রাধিকার না দেওয়া। নবি (সা.) বলেছেন—‘(কিয়ামতের আলামত হলো) লোক স্ত্রীর আনুগত্য করবে। মায়ের অবাধ্য হবে। বন্ধুর অনুসরণ করবে এবং পিতাকে দূরে ঠেলে দেবে। ...ওই সময় যেন লোকেরা লাল বাতাস, ভূমিধস এবং আকৃতি বিকৃতির অপেক্ষা করে।’^{১১}
১২. পিতা-মাতার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘উত্তম নেকির কাজ হলো, পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর তাঁদের প্রিয়জনদের সাথে সদাচরণ করা।’^{১২}
- খ. মৃত্যুর পর মাতা-পিতার অধিকার**
১. তাঁদের জন্য দুআ করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘কোনো মানুষ মারা গেলে তিনটি আমল ছাড়া অন্য সব আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার একটি হলো ভালো সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।’^{১৩}
২. তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতি ও অসিয়ত পূর্ণ করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর তাঁদের সাথে সদাচরণের একটি মাধ্যম হলো—তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতি ও অসিয়ত পূর্ণ করা।’^{১৪}

৩. প্রত্যেক জুমাবারে তাঁদের কবর জিয়ারত করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমাবারে পিতা-মাতার কিংবা তাঁদের কোনো একজনের কবর জিয়ারত করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’^{১৫}
৪. তাঁদের আত্মীয়দের সাথে সদাচার করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘যে ব্যক্তি মৃত পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে চায়, সে যেন মাতা-পিতার ভাই-বোনদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।’^{১৬}
৫. বড়ো ভাইকে পিতৃতুল্য মনে করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘ছোটো ভাইদের কাছে বড়ো ভাইয়ের অবস্থান পুত্রের কাছে পিতার অবস্থানতুল্য।’^{১৭}

আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদব ও শিষ্টাচার

১. কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসল, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করল; আল্লাহর জন্য দান করল, আল্লাহর জন্যই (দান থেকে) বিরত থাকল, নিশ্চয় সে ঈমান পূর্ণ করল।’^{১৮}
২. আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘মিসকিনকে সাদাকা দিলে শুধু সাদাকার সওয়াব হয়। আর আত্মীয়দের সাদাকা দিলে দুটি সওয়াব হয়—সাদাকার সওয়াব এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার সওয়াব।’^{১৯}
৩. নিজ বংশীয় ও অন্য আত্মীয়দের সাথে পরিচিত থাকা। নবি (সা.) বলেছেন—‘আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার জন্য তোমরা বংশীয় লোকদের সাথে পরিচিত থাকো।’^{২০}
৪. বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন—‘জনৈক ব্যক্তি নবি (সা.)-এর কাছে এসে বলল, আমার সদাচার পাওয়ার অধিক হকদার কে? নবি (সা.) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।’^{২১}
৫. আত্মীয়ের মধ্যে কেউ প্রয়োজনগ্রস্ত হলে তাকে আগে দান করা। নবি (সা.) বলেছেন—‘প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করো। এরপর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা পরিবারের জন্য ব্যয় করো। এরপরও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে তা আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করো।’^{২২}

নোট : জাকাত এবং ওয়াজিব সাদাকা নিজের উর্ধ্বতন লোক তথা মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং অধস্তন লোক যথা ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি প্রমুখ আত্মীয়কে দেওয়া জায়েজ নয়।^{২৩}

লেনদেন ও আচরণ

ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ি শিষ্টাচার

১. ক্রয়-বিক্রয়ের মাসয়ালা-মাসায়েল জানা। তাউস (রহ.) বলেন—‘কিছু নওমুসলিম বাজারে ছিল। ইসলাম সম্পর্কে তাদের গভীর কোনো জ্ঞান ছিল না। তারা ভালো করে জবাইও করতে পারত না। উমর (রা.) তাদের বাজার থেকে বের করে দিলেন এবং ভবিষ্যতে বাজারে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।’^১
২. অবৈধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় না করা। নবি (সা.) বলেন—‘আল্লাহ তায়ালা মদ, মদ পানকারী, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রেতা, মদ ক্রেতা, মদ প্রস্তুতকারী, মদ পরিশোধনকারী, মদ সরবরাহকারী, যার জন্য মদ সরবরাহ করা হয়—সবার ওপর অভিসম্পাত করেছেন।’^২
৩. সততার সাথে ব্যবসা করা। নবি (সা.) বলেন—‘সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবে।’^৩
৪. সিডিকেট না করা। নবি (সা.) বলেন—‘গুনাহগারই সিডিকেট করতে পারে।’^৪
৫. প্রত্যুষে ব্যবসার জন্য বের হওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘হে আল্লাহ! প্রত্যুষে আমার উম্মতকে বারাকাহ দান করো।’^৫
৬. ব্যবসার জন্য এমন স্থানে না বসা, যেখানে বসলে চলাচলের রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়।^৬
৭. বাজারে হইচই না করা। আয়িশা (রা.) নবিজির চরিত্র সম্পর্কে বলেন— ‘তিনি বাজারে হইচইকারী ছিলেন না।’^৭
৮. ব্যবসা করার সঙ্গে সঙ্গে দান-খয়রাত করা। নবি (সা.) বলেন—‘হে ব্যবসায়ীরা! ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অনেক অনর্থক কথাবার্তা ও অহেতুক শপথ করা হয়। এ কারণে তোমরা ব্যবসার সাথে সাথে সাদাকাও করো।’^৮
৯. ক্রয়-বিক্রয়, মূল্য নির্ধারণ ও আসবাবপত্র লেনদেনের ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করা। নবি (সা.) বলেন—‘আল্লাহ তায়ালা ওই ব্যক্তির ওপর রহম করেন—যে ক্রয়-বিক্রয় ও উসুলের ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করে।’^৯
১০. সম্মানি ও প্রতিবেশী ক্রেতার সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং দুর্বল ক্রেতার ওপর অনুগ্রহ করা।^{১০}
১১. বিক্রির সময় পণ্যের অহেতুক প্রশংসা না করা।^{১১}
১২. ক্রয়ের সময় অন্য পণ্যের ত্রুটি বর্ণনা না করা।^{১২}

১৩. শপথ করে করে বিক্রয় না করা। নবি (সা.) বলেন—‘তোমরা ব্যবসায় অতিরিক্ত শপথ করো না। এটা পণ্যের মার্কেটিং বাড়ালেও বরকত নষ্ট করে দেয়।’^{১৩}
১৪. লাভ গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করা। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন—‘উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করো। কেননা, মূল্য কম হলে ক্রেতা বাড়বে আর মূল্য বেশি হলে ক্রেতা কমবে।’^{১৪}
১৫. পণ্যে ত্রুটি থাকলে তা বলে দেওয়া। উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন—‘কারও পণ্যে ত্রুটি থাকলে তা উল্লেখ করা ব্যতীত বিক্রয় করা জায়েজ নয়।’^{১৫}
১৬. অন্য কেউ দাম করতে থাকলে দাম না করা। নবি (সা.) বলেন—‘তোমাদের কেউ যেন অন্যের ওপর দাম না করে।’^{১৬}
১৭. মূল্য আগে ঠিক করে নেওয়া।^{১৭}
১৮. দরদামের ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি না করা।^{১৮}
১৯. বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি না করা। নবি (সা.) বলেন—‘যে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।’^{১৯}
২০. দুধে পানি না মেশানো। সাফওয়ান ইবনে সুলাইম বলেন—‘আবু হুরায়রা (রা.) এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করলেন—যে দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে তা বিক্রয় করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। আবু হুরায়রা (রা.) তাকে বললেন, কিয়ামতের দিন তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমাকে বলা হবে—পানিকে দুধ থেকে পৃথক করো?’^{২০}
২১. ওজনে কম না দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—
‘ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পুরো মাত্রায় নেয়। আর যখন তাদের মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।’^{২১}
২২. সম্ভব হলে ওজনে বেশি দেওয়া। নবি (সা.) বলেছেন—‘মেপে দাও এবং ওজনে বেশি দাও।’^{২২}
২৩. মাপার সময় তাড়াহুড়ো না করা।^{২৩}
২৪. প্রতিদিন পাল্লা পরীক্ষার করা এবং পাথর সঠিক ওজনের চেয়ে কমবেশি হলে তা ঠিক করে নেওয়া।^{২৪}
২৫. বিক্রিত পণ্য সম্ভ্রষ্টচিত্তে ফেরত নেওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘যে ব্যক্তি বিক্রিত পণ্য ফেরত নিতে সম্মত হবে, আল্লাহ তায়ালা তার ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।’^{২৫}
২৬. গাইরে মাহরাম মহিলা এবং দাড়িহীন ছেলেদের থেকে দৃষ্টি হেফাজত করা।^{২৬}

দিনমজুর সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার

১. মুসলিম দিনমজুর রাখা। নবি (সা.) বলেন—‘কোনো মুশরিক থেকে আমি কখনো সাহায্য নিই না।’^{২৭}
- নোট : প্রয়োজনের সময় অমুসলিম দিনমজুরও রাখা যাবে।
- ‘নবি (সা.) খায়বারে ইহুদি দ্বারা কাজ করিয়েছেন।’^{২৮}

২. পুণ্যবান ব্যক্তিকে দিনমজুর রাখা ।
৩. দিনমজুর হিসেবে শক্তিশালী ব্যক্তিদের নিয়োগ করা । আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘নিশ্চয় মজুর হিসেবে সে ব্যক্তি উত্তম, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ।’^{২৯}
৪. বুদ্ধিমান ও আমানতদার ব্যক্তিকে দিনমজুর রাখা ।^{৩০}
৫. শ্রমিকের ওপর দয়া করা এবং তার সাধ্যের অধিক কাজ চাপিয়ে না দেওয়া । নবি (সা.) বলেন—‘তাদের ওপর সাধ্যাতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না । আর দিলেও তাদের কাজে তোমরাও সহযোগিতা করো ।’^{৩১}
৬. পুণ্যবান শ্রমিকের সাথে কোমল ও সদয় আচরণ করা । নবি (সা.) আবুল হাইসামকে বলেন—‘নিশ্চয় যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, সে বিশ্বস্ত হয়ে থাকে । তুমি (এই দুই দাসের মাঝে) একে নিয়ে নাও । কারণ আমি দেখেছি, সে নামাজ পড়ে । আর তুমি তার প্রতি কল্যাণকামী হয়ো ।’^{৩২}
৭. শ্রমিকের সমালোচনা না করা । মারফুর বলেন—‘আমি একবার রাবাজা নামক স্থানে আবু জর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করলাম । তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর ভৃত্যের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড় । আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—একবার আমি জনৈক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং তার মা সম্পর্কে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম । তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে বললেন—
“আবু জর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি—তোমার মধ্যে এখনও অন্ধকার যুগের স্বভাব বিদ্যমান । জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই । আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের অধীন করেছেন । তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে । সে যেন নিজে যা খাবে, তাকেও তা-ই খাওয়াবে । নিজে যা পরিধান করবে, তাকেও তা-ই পরিধান করাবে ।”’^{৩৩}
৮. কাজের ধরন ও পারিশ্রমিক আগে থেকেই ঠিক করে নেওয়া । নবি (সা.) বলেন—‘আমি মক্কাবাসীর মেঘপাল কয়েক দিরহাম অথবা দিনারের বিনিময়ে চরাতাম ।’^{৩৪}
৯. শ্রমিক কাজ করে দেওয়ার সাথে সাথেই পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেওয়া । নবি (সা.) বলেন—‘শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ।’^{৩৫}

দাওয়াত ও তাবলিগ

আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের শরয়ি শিষ্টাচার

১. নিজে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘আমাকে উত্তম চরিত্রাবলিকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।’^১
২. যে বিষয়ে দাওয়াত দেবে, তা আগে নিজের কর্মে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেরা নিজেদের ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না?’^২
৩. লোকদের কাছে না চাওয়া এবং তাদের থেকে কোনো কিছুর লোভ না করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না।’^৩
৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ করার ক্ষেত্র জানা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।’^৪
৫. আদেশ-নিষেধে নম্রতা অবলম্বন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।’^৫
নবি (সা.) বলেন—‘আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, তিনি দয়র্দ্রতাকে ভালোবাসেন।’^৬
৬. অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেন—‘যে তার ভাইকে নিভৃতে উপদেশ দিলো, সে তার কল্যাণ কামনা করল এবং তাকে সজ্জিত করল।’^৭
৭. আদেশ-নিষেধের সময় সম্বোধিত ব্যক্তিকে তুচ্ছ মনে না করা। নবি (সা.) বলেন—‘কোনো মুসলিমকে তুচ্ছ মনে করো না। কেননা, (অনেক) নগণ্য মুসলিম আল্লাহর কাছে (মর্যাদায় অনেক) বড়ো।’^৮
৮. আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া। নবি (সা.) মুয়াজ্জ (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণকালে বললেন—‘তুমি আহলে কিতাবের একটি জাতির কাছে যাচ্ছ। অতএব, প্রথমে তুমি তাদের আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেবে। তারা তা মেনে নিলে বলবে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রত্যেক দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।’^৯
৯. স্থান-কাল-পাত্র বুঝে বুদ্ধিমত্তার সাথে অসৎকাজে বাধা দেওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘তোমাদের কেউ যদি কাউকে গর্হিত কাজ করতে দেখে, তাহলে সে যেন হাত দিয়ে বারণ করে। তা না পারলে মুখে নিষেধ করে। তাও না পারলে অন্তর দিয়ে তা প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করে। এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।’^{১০}

দাওয়াত ও তাবলিগের শরয়ি শিষ্টাচার

১. ইখলাসের সাথে কাজ করা। নবি (সা.) বলেন—‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমলের অবস্থা।’^{১১}
২. প্রথমে নিজে আল্লাহ তায়ালায় ইবাদতে মনোনিবেশ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকেই এ আদেশ প্রেরণ করেছি—আমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগি করো।’^{১২}
৩. দাওয়াত দেওয়ার সময় আল্লাহর দিকে অন্তর নিবিষ্ট রাখা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলিসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।’^{১৩}
৪. পূর্ণ আশার সাথে দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।’^{১৪}
৫. বিচক্ষণতার সাথে দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘বলো, এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে (বিচক্ষণতার সাথে) দাওয়াত দিই এবং আমার অনুসারীরাও।’^{১৫}
৬. যে কাজের দাওয়াত দেবে, তার ওপর নিজে আমল করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও, আর নিজেরা নিজেদের ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো? তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না?’^{১৬}
৭. দাওয়াতের কাজ ক্রমাগত অব্যাহত রাখা।
৮. নিজেও এগুলোর প্রতি আমলে দৃঢ়পদ থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং এরই ওপর হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন। আর আপনি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।’^{১৭}
৯. নিজে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে—আমি একজন মুসলিম। তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?’^{১৮}
১০. উম্মাহর চিন্তা দিলে জাগরুক রাখা। হিন্দ ইবনে আবু হালাহ (রা.) বলেন—‘রাসূল (সা.) সর্বদা চিন্তা-ভাবনায় নিরত থাকতেন।’^{১৯}
১১. স্তরে স্তরে দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। নবি (সা.) মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে প্রেরণকালে বললেন—‘তুমি আহলে কিতাবের একটি জাতির কাছে যাচ্ছ। অতএব, প্রথমে তুমি তাদের আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেবে। তারা তা মেনে নিলে বলবে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রত্যেক দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।’^{২০}
১২. উত্তম উপস্থাপনার মাধ্যমে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে হেকমতের সাথে দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।’^{২১}

আত্মশুদ্ধি

নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট শরয়ি শিষ্টাচার

১. নিজ গুনাহের জন্য তওবা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা করো, আন্তরিক তওবা।’^১
২. কুরআনে কারিম তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। রাসূল (সা.) বলেন—‘তোমরা কুরআনে কারিম তিলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকির গুরুত্ব দিয়ে করো। কেননা, এটি পার্থিব নুর এবং আখিরাতের জমানো ভান্ডার।’^২
৩. নিজের চরিত্রকে উন্নত করা। নবি (সা.) বলেন—‘চরিত্রের দিক থেকে যে উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।’^৩
৪. আল্লাহর ওপর ভরসা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘আর আল্লাহর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।’^৪
৫. দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। তার উদাহরণ হলো বৃষ্টি, আর তা হতে উৎপন্ন শস্যাদি কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়, তারপর তা পেকে যায়। তখন তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, পরে তা খড়কুটো হয়ে যায়। আর পরকালে (পাপীদের জন্য) আছে কঠিন শাস্তি এবং (নেককারদের জন্য আছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সম্ভৃষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।’^৫
৬. অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা না রাখা। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) বলেন—‘দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গুনাহের মূল।’^৬
৭. পার্থিব ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ওপর দারিদ্র্যের ভয় করছি না; বরং ভয় করছি পার্থিব প্রাচুর্যের, যে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীরা। এরপর তোমরা এতে প্রতিযোগিতা করবে, যেভাবে তারা করেছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেভাবে তাদের ধ্বংস করেছিল।’^৭

৮. পার্থিব বিষয়ে নিজের চেয়ে নীচ ব্যক্তির দিকে তাকানো। নবি (সা.) বলেন—‘তোমাদের চেয়ে নীচদের দিকে তাকাও, উঁচু যারা তাদের দিকে তাকিয়ে না। এমন করলে আল্লাহর নিয়ামত তোমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে না।’^৮
৯. তাকওয়া অবলম্বন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।’^৯
১০. সহনশীলতার গুণে গুণান্বিত হওয়া। নবি (সা.) আবদুল কাইস গোত্রের সর্দারকে বললেন—
‘আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন, এমন দুটি স্বভাব তোমার মাঝে রয়েছে—১. সহনশীলতা, ২. স্থিরতা।’^{১০}
১১. বীরত্ব গ্রহণ করা। আনাস (রা.) বলেন—‘রাসূল (সা.) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সর্বাধিক বদান্য এবং সবচেয়ে বীরত্বের অধিকারী ছিলেন।’^{১১}
১২. অল্পে তুষ্ট থাকা। নবি (সা.) বলেন—‘ওই ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজনমাত্রিক রিজিকপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ যা দিয়েছেন, তাতে সে তুষ্ট।’^{১২}
১৩. দানশীল ও উদার হওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘দানশীল ও উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং মানুষেরও নিকটবর্তী এবং সে জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরবর্তী, জান্নাত থেকে দূরবর্তী এবং মানুষের কাছ থেকেও দূরবর্তী। আর সে জাহান্নামের নিকটবর্তী। দানশীল মূর্খ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে প্রিয়।’^{১৩}
১৪. বিনয় অবলম্বন করা। নবি (সা.) বলেন—‘যে আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা তার মর্যাদা উন্নীত করেন।’^{১৪}
১৫. নম্র হওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, তিনি দয়াদ্রুতাকে ভালোবাসেন।’^{১৫}
১৬. লজ্জাশীল হওয়া। উমর (রা.) বলেন—‘নবি (সা.) জনৈক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে গুনলেন, সে তার ভাইকে লজ্জা (না করার) ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছে। এতে নবিজি বললেন, তার ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।’^{১৬}
১৭. ভাবগম্ভীর হওয়া। নবি (সা.) বলেন—‘উত্তম নির্দেশনা, উত্তম নীরবতা, এবং মধ্যপন্থা নবুয়তের পঁচিশভাগের একভাগ।’^{১৭}
১৮. উম্মাহর চিন্তা অন্তরে লালন করা। হিন্দ ইবনে আবু হালাহ (রা.) বলেন—‘রাসূল (সা.) সর্বদা চিন্তিত ও ভাবনাগ্রস্ত থাকতেন।’^{১৮}
১৯. কথা কম বলা। নবি (সা.) বলেন—‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকাল দিবসে ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।’^{১৯}
২০. কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করা। নবি (সা.) বলেন—‘তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কুধারণা সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা।’^{২০}

২১. দৈনন্দিন জিকির-আজকারের পাবন্দি করা। নবি (সা.) বলেন—‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো ওই আমল, যা সব সময় করা হয়।’^{২১}
২২. প্রত্যেকের অধিকার আদায় করা। সালমান ফারসি (রা.) আবু দারদা (রা.)-কে বলেন—‘তুমি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো।’^{২২}
২৩. মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। নবি (সা.) বলেন—‘বুদ্ধিমান সে-ই, যে নিজের প্রবৃত্তিকে কাবু রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর নির্বোধ ওই ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করে।’^{২৩}

অন্তরকে সজ্জিত করার শরয়ি শিষ্টাচার

১. সব সময় অন্তরের সংশোধনের চিন্তা করা। নবি (সা.) বলেন—‘জেনে রাখো! মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন এটা সংশোধিত হয়, তখন পুরো দেহ সংশোধিত হয়ে যায়। আর যখন তা নষ্ট হয়, তখন সমস্ত দেহ নষ্ট হয়ে যায়।’^{২৪}
২. বাহ্য ও গোপনীয় সব ধরনের পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ পরিত্যাগ করো।’^{২৫}
৩. হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্যান্য মন্দ স্বভাব থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখা। আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন—‘হে বৎস! যদি তুমি কোনো ধরনের হিংসা-বিদ্বেষহীন অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হতে পারো, তাহলে তা-ই করো।’^{২৬}
৪. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা না রাখা। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) বলেন—‘দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত গুনাহের মূল।’^{২৭}